# জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে এবং সুচন্দার হাজার বছর ধরে

সুচন্দা পরিচালিত হাজার বছর ধরে ছবির একটি দৃশ্য

প্রায়ত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের উপন্যাস ‘হাজার বছর ধরে’-এর চলচ্চিত্রায়ন করেছেন তারই স্ত্রী, অভিনেত্রী সুচন্দা। সুচন্দা কতটা সফলভাবে নির্মাণ করতে পেয়েছেন ছবিটির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন... **টিটো রহমান**

***২০০০ : জহির রায়হানের মতো একজন বড় মাপের মানুষের উপন্যাস ‘হাজার বছর ধরে’ চলচ্চিত্রে রূপ দেবেন এ ভাবনাটা কি হঠাৎ করেই এসেছে?***

**সুচন্দা :** না। আপনারা জানেন জহির রায়হান আমার স্বামী ছিলেন। আর যতগুলো উপন্যাস পড়েছি তার মধ্যে এ উপন্যাসটা আমার প্রিয়। হাজার বছর ধরে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেয়ার ভাবনাটা হঠাৎ করে আসেনি। এটা নিয়ে বহুদিন আমি ভেবেছি, বহু বছর ভেবেছি। মনে মনে একটা চিত্ররূপও দিয়েছি। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমার চোখের সামনে, আমার হৃদয়ের মাঝে একটা ছবি এঁকেছি- হাজার বছর ধরে ছবিটি বানালে এভাবে বানাবো। তো অনেক বাধা, অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করেছি সে রকম করে ছবিটা বানাতে।

***২০০০ : জহির রায়হান নিজে একজন চলচ্চিত্রকার। তো উনি নিজে কি এ চলচ্চিত্রটি বানাতেন বা আপনাকে উৎসাহিত করেছিলেন?***

**সুচন্দা :** না। সুচন্দা এই ছবির কথা বলেননি। উনি যেটা আমাকে পরিচালনা করতে বলেছিলেন সেটা শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’। বলেছিলেন, তিনি নিজে স্ক্রিপ্ট করে দেবেন আর আমি পরিচালনা করব। কথাটা আমারও ভালো লেগেছিল, কিন্তু ওই মুহূর্তে সাহস পাইনি। কারণ বিশাল একটা ছবি বানাবার মতো অভিজ্ঞতা বা পরিপূর্ণতা কোনোটিই তখন আমার ছিল না। দেবদাস হয়তো বানাতাম, তবে তারও দু-তিন বছর পরে। কথাটা বলেছিলামও তাকে কিন্তু এর পরপরই তো স্বাধীনতা আন্দোলনে তাকে হারিয়ে ফেলি। তবে মনের মধ্যে ছিল, এমন একটা ছবি বানাব যেটা অন্য রকম হবে। সে জন্যই জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে উপন্যাসটি বেছে নেই।

***২০০০ : জহির রায়হানের উপন্যাস আর সুচন্দার চলচ্চিত্র এ দুটোর মধ্যে মিল কতটা?***

**সুচন্দা :** বেশির ভাগই মিল আছে। উপন্যাসের বাইরে কিন্তু আমি যাইনি। তবে প্রচলিত ছবির চেয়ে উপন্যাস নিয়ে ছবি করাটা বেশ কঠিন। কারণ অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে, কমিটমেন্টের ব্যাপার চলে আসে। মূলত উপন্যাস আর চলচ্চিত্রের ভাষা ভিন্ন। উপন্যাসে ভাষার মধ্য দিয়ে বর্ণনা করে অনেক কিছু বোঝানো যায়, কিন্তু সেটাই চলচ্চিত্রে সীমিত সময়ের মধ্যে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। তাছাড়া উপন্যাসের মধ্য থেকেই চলচ্চিত্রে এমন কিছু দিতে হবে, যার আকর্ষণে দর্শক দুই- সোয়া দুই ঘন্টা পর্দার সামনে বসে থাকবে। আরেকটা ব্যাপার, যেহেতু গল্পটি এখন নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্য, সে কারণেই আমাকে অনেক বেশি ভাবতে হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা যেন ঠিক উপন্যাসটাই চোখের সামনে দেখতে পায় এবং মেলাতে পারে।

***২০০০ : আপনি বলেছেন উপন্যাসের সঙ্গে মিল আছে, অন্যদিকে আপনার মন্তু কিন্তু ট্র্যাডিশনাল বাংলা ছবির নায়কদের মতোই!***

**সুচন্দা :** এ বিষয়টিতে আমি একমত হতে পারছি না। উপন্যাসে আছে মন্তু বদমেজাজি, তবে টুনি কিন্তু বলেছে যে তার মতো ভালো মানুষ আর হয় না। তাছাড়া একজন পরিচালকের কিছু স্বাধীনতা থাকে। পরিচালক হিসেবে আমি এভাবে দেখার চেষ্টা করেছি যে, মন্তু একজন মাতৃহারা এতিম ছেলে। বাস্তবে এদের মধ্যে অস্থির একটা যন্ত্রণার ছাপ দেখেছি আমি। ছবিতে সেভাবেই দেখাতে চেয়েছি যেটাকে পরিচালকের স্বাধীনতা বলতে পারেন। আর মেয়ে দর্শকরা নায়ককে স্বপ্নপুরুষ হিসেবেই দেখতে চায়। পরিচালক হিসেবে আমি টুনির কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

***২০০০ : জহির রায়হান যেহেতু একজন চলচ্চিত্রকার, তার উপন্যাসের বর্ণনায়ও তাই চলচ্চিত্রের উপযোগী ditails থাকে। হাজার বছর ধরে উপন্যাসের সেই গ্রামবাংলার ditails ছবিতে ততটা নেই।***

**সুচন্দা :** দেখুন, উপন্যাসের ভাষা দিয়ে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু চলচ্চিত্রে সোয়া দুই ঘন্টার মধ্যে আমাকে একটা গল্প গুটাতে হবে। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা দেখালে দর্শক বোর ফিল করতে পারে। উপন্যাসের যে ditailsগুলো ভিজ্যুয়ালি দেখাইনি, সেগুলো সাউন্ড এমনকি ডায়ালগ দিয়ে কভার করার চেষ্টা করেছি। তবে উপন্যাসের বাইরে আমি যাইনি। তাছাড়া প্রচারণায় এটা বলা হয়েছে যে, অনুদানপ্রাপ্ত ছবি জহির রায়হানের কালজয়ী উপন্যাস ‘হাজার বছর ধরে’ অবলম্বনে। যেহেতু অবলম্বনে বলেছি সেহেতু অনেক স্বাধীনতা ছিল।

***২০০০ : কিছু জায়গা একটু অসংলগ্ন মনে হয়েছে যেমন কবরের দৃশ্যে, মাছ ধরার দৃশ্যে শীতকালে শুকনো খালবিল ভরাট মনে হয়েছে।***

**সুচন্দা :** উপন্যাসে কবরগুলো বলা হয়েছে পরীর দীঘিরপাড়ে। এটি কিন্তু আমি রিয়্যাল লোকেশনে কুমিল্লায় গিয়ে পরীর দীঘিতেই শুটিং করেছি। দূর থেকে পানি দেখিয়েছি, সেজন্য হয়তো এমন মনে হতে পারে।

***২০০০ : আরেকটা অসংলগ্ন দৃশ্যের কথা বলি। বিয়ের গানের গায়ে হলুদ পর্ব শেষ হয়ে বিয়ের পর্ব শেষ হয়ে আবার হঠাৎ গায়ে হলুদের একটি দৃশ্য এসে পড়ে...***

**সুচন্দা :** ছবিতে অনেক কিছু আমরা কল্পনাও করি। তো গানের দৃশ্যে কেবল বিয়ের অংশটাই যদি করি তাহলে গানটা

অনেক ছোট হয়ে যায়। তাছাড়া আমাদের দেশে গায়ে হলুদ তিন দিন ধরে হওয়ার রেওয়াজ। বর্তমানে তো সময় স্বল্পতার কারণে গায়ে হলুদ দু'দিন হয়। একদিন ছেলের বাড়ি, একদিন মেয়ের বাড়ি। গ্রামে কিন্তু মেয়েদের তিন দিন ধরে গায়ে হলুদ দেয়। এ সময় তাকে মশারির মধ্যে রাখা হয়, বাইরের পুরুষরা যাতে তাকে দেখতে না পারে। তো জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে উপন্যাসে কিন্তু সেকাল-একাল সবকিছুই আছে। সে হিসেবে আমি ভুল কিছু করেছি বলে মনে হয় না।

***২০০০ : অভিনেতা-অভিনেত্রী কিভাবে নির্বাচন করলেন?***

**সুচন্দা :** উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলো নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। দেখার চেষ্টা করেছি চরিত্রগুলোর সঙ্গে কারা মানানসই। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ রেখেছি, যারা সময় বের করতে পারবে এবং জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে উপন্যাসকে যারা ভালোবাসেন তাদেরই নির্বাচন করেছি।

যেমন ধরুন টুনির চরিত্রে কোনো নামীদামি তারকাকে নিতে পারতাম। তাতে ব্যবসায়িকভাবে লাভবানও হতাম। কিন্তু উপন্যাসের সেই আয়ত চোখ, চিকন চাকন সেই বর্ণনা অনুযায়ী মেয়ে খুঁজে বের করেছি রংপুর থেকে। যদিও রিয়াজ জানত না, তবু মন্তু চরিত্রে রিয়াজকেই নির্বাচন করে রেখেছিলাম। মকবুল চরিত্রটি করেছেন এটিএম শামসুজ্জামান। বছর সাতেক আগেই তাকে বলে রেখেছিলাম।

***২০০০ : শিল্পীরা কতটা সহযোগিতা করেছে?***

**সুচন্দা :** আমি বেশ সন্তুষ্ট যে শুরু থেকেই সবাই বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে।

***২০০০ : এটা কি আপনার দ্বিতীয় ছবি?***

**সুচন্দা :** হ্যাঁ। এর আগেও আমি একটা ছবি করেছি, সেটার প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। তবে ছবিটা ততো ব্যবসা সফল হয়নি। কারণ তখন দেশে কাটপিসের রমরমা ব্যবসা।

***২০০০ : এ ছবি কেমন ব্যবসা করবে বলে মনে করছেন?***

**সুচন্দা :** ব্যবসায়িক চিন্তা থেকে এ ছবি আমি বানাইনি। অনুদানের ক্যাশ ১৫ লাখ ও সার্ভিস ১০ লাখের বাইরে প্রায় দ্বিগুণ টাকা আমাকে যোগ করতে হয়েছে। এ ছবিতে আমার ভিন্ন অনুভূতি কাজ করেছে, তাই কত টাকা ফেরত পাবো কি পাবো না সে বিষয়ে চিন্তাই করিনি।

***২০০০: ছবি নির্মাণে কত সময় লেগেছে?***

**সুচন্দা :** ছবির ফাইনাল প্রিন্ট পর্যন্ত মোট এক বছর, শুটিং করেছি আট-ন'মাস ধরে। কারণ বর্ষার দৃশ্যের জন্য বর্ষাকাল আর শীতের দৃশ্যের জন্য শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। বিভিন্ন লোকেশনে যেতেও আমাদের সময় লেগেছে।

**'আরো একটা ব্যাপার লক্ষ রেখেছি, যারা সময় বের করতে পারবে এবং জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে উপন্যাসকে যারা ভালোবাসেন তাদেরই নির্বাচন করেছি। যেমন ধরুন টুনির চরিত্রে কোনো নামীদামি তারকাকে নিতে পারতাম। তাতে ব্যবসায়িকভাবে লাভবানও হতাম। কিন্তু উপন্যাসের সেই আয়ত চোখ, চিকন চাকন সেই বর্ণনা অনুযায়ী মেয়ে খুঁজে বের করেছি রংপুর থেকে'**

***২০০০ : আপনি যেটা ভেবেছেন সে অনুযায়ী ছবিটি করতে পেরেছেন?***

**সুচন্দা :** যে সৃষ্টি করে তার পূর্ণ আত্মতৃপ্তি কখনোই আসবে না। যেটা করেছি সেটা তো আরো সুন্দর করতে পারতাম- এই আক্ষেপটা একজন পরিচালকের থাকবেই।

***২০০০ : কোন বিষয়গুলো ভালো করা যেত বলে আপনার মনে হয়?***

**সুচন্দা :** আমার সেটা মনে হয়নি। বর্তমান পরিবেশেও এরকম একটি কাজ করতে পেরেছি সেটাই বড় কথা। তবে কষ্টের ব্যাপার যে, যত সুন্দর করে এটি তৈরি করেছি ততো সুন্দর প্রিন্ট দর্শকের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। আমাদের দেশের যে যন্ত্রপাতি, ল্যাবের যে অবস্থা...

*হাজার বছর ধরে ছবিতে রিয়াজ ও নবাগত শশী*

***২০০০ : জহির রায়হানের হাজার বছর ধরের সঙ্গে বর্তমান সময়ের কোনো পার্থক্য পাচ্ছেন?***

**সুচন্দা :** হ্যাঁ, শহরকেন্দ্রিক পরিবর্তন। তবে শুটিংকালে আমি দেখেছি যে, এখনো বহু জায়গা আছে যেখানে নারীদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলো একই রকম আছে।

***২০০০ : জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে কি কোন বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখেছিলেন?***

**সুচন্দা :** অত বিশদ আলোচনা তখন হয়নি। তবে আমি যেটা মনে করি, এটা তার দেখা এবং অনুভব করা বাস্তব জীবনকাহিনীই তিনি লিখেছেন।

***২০০০ : আপনি বলেছিলেন, এ উপন্যাসটা আপনায় প্রিয়। কেন?***

**সুচন্দা :** যেহেতু আমি একজন নারী, স্বভাবতই নারীর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা থাকবে। এ উপন্যাসে নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কুসংস্কার- এই বিষয়গুলোই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। বিশেষত বাংলার প্রকৃতির যে বর্ণনা উপন্যাসে আছে তাও আমাকে আকর্ষণ করেছে।

***২০০০ : বেশির ভাগ শুটিং কি লোকেশনে করেছেন?***

**সুচন্দা :** হ্যাঁ। তবে মকবুল আর আম্বিয়ার বাড়ি সেটে করা।

***২০০০ : ভবিষ্যতে আর কি কাজ করবেন?***

**সুচন্দা :** ভবিষ্যতে আরো ছবি করবো। সত্যি কথা বলতে কি, এ ছবির পরে আমি আর পেছনে ফিরে তাকাবো না। অনেকের সুন্দর সুন্দর উপন্যাস আছে এগুলোই বানাব আমি।

***২০০০ : ছবি দেখার পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কেমন?***

**সুচন্দা :** সবাই প্রশংসা করেছে। বলেছে চমৎকার, ভালো ছবি হয়েছে। একজন বলেছেন, এ জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা গ্রামবাংলা দেখেনি, তাদের এ ছবিটা দেখা উচিত।

## মঞ্চরিভিউ

# সিএটি-এর ব্র্যান্ড

এ বছরে ঢাকার মঞ্চে আলোচিত নাটকগুলোর অন্যতম একটি সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটারের ব্র্যান্ড। এতো বড় মঞ্চ আর এতো বিশাল আলোর সমারোহ বোধকরি ঢাকার মঞ্চে নতুন সংযোজন। নিয়মিত মঞ্চায়নের অংশ হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চায়িত হয়।

১৮৬৪ সালে ইটালির এরিসিয়ায় অবস্থানকালে ইবসেন ব্র্যান্ড নাটকটি লেখা শুরু করেন। এ নাটকটি লেখা হয়েছিল মূলত পড়ার জন্য। ব্র্যান্ডের মঞ্চায়ন খুব কঠিন হলেও ১৮৬৬ সালে এর প্রথম মঞ্চায়ন পেয়ে যায় উত্তরোত্তর সাফল্য। প্রথম মঞ্চায়নে এর সময়সীমা ছিল ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। আজ এতোদিন পরে ঢাকার মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার ব্র্যান্ডকে। এখানে ব্র্যান্ড একটা চরিত্র। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে নাটকটির। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ নাটকে ব্র্যান্ড ভীষণ শক্তিশালী। সন্দেহাতীত ভাবেই ব্র্যান্ড একাধারে ভিলেন এবং নায়ক। নাটকে আমরা দেখতে পাই তার নিজস্ব বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক সমাজের ধর্মের ধ্যান ধারণার দ্বন্দ্বে সে পরাজিত হয়। নিঃশেষ হয় করুণভাবে। কিন্তু ব্র্যান্ড এটাকে অতিক্রম করে। প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে এমনকি নিজের তিক্ত অতীতের সঙ্গে যুদ্ধ করে। উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত বিপর্যয়ে সৃষ্ট ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাকে সমাজবাস্তবতার খটকায় ফেলে দেয়।

এক পর্যায়ে সে আত্মহত্যা করে। নাটকের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের ঈশ্বরের জন্য তার খোঁজ চলতেই থাকে। এই হলো ব্র্যান্ড নাটকের মূল বিষয়। নাটক প্রসঙ্গে ব্র্যান্ডের বাংলা ভাষ্যকার কবি মনজুরে মওলা বলেন, 'ব্র্যান্ড একদিক থেকে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক নাটক। অন্যদিক থেকে সেটি তা নয়। এ নাটকের বিবেচ্য বিষয় এমন কিছু সমস্যা যা সর্বজনীন। এগুলোকে কোনো বিশেষ সময়ের বা স্থানের সীমায় বেধে রাখা যায় না। আমি সেই সর্বজনীন দিকটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। যারা নাটকটির দর্শক তাদের পরিপ্রেক্ষিত ও সংবেদনশীলতাও মনে রাখার চেষ্টা করেছি।'

এ নাটকে অনেকগুলো চরিত্র থাকলেও ব্র্যান্ড চরিত্রটিই মুখ্য। তার স্ত্রী হিসেবে এগনেসও খানিকটা। তবে ব্র্যান্ডের চরিত্র রূপায়ণে মনির আহমেদ শাকিল যেমন দক্ষতার পরিচয় দেখিয়েছেন তেমনি এগনেসের চরিত্রে সাবিনা সুলতানাও সাহসের পরিচয় দেখিয়েছে। ব্র্যান্ডের মা রোকেয়া রফিক বেবী তো পুরনো শিল্পী। মূলত মঞ্চ এবং আলো নাটকটিকে আরো বেশি হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। আর পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় কামালউদ্দিন নীলু তো বরাবরই স্বাতন্ত্র্যমান। তার বক্তব্য স্মরণযোগ্য: 'ব্র্যান্ড একজন পুরোহিত। নিজের বিশ্বাসে অটল। ধর্মবিষয়ে তার ভাবনা অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এখানে সে কোনো সমঝোতা করতে প্রস্তুত নন কারো সঙ্গে। মূলত এটা এমন একটি নাটক যা সর্বজনীন বিচারে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের অন্ধগলিকে মানুষের সামনে উন্মোচিত করে। ধর্মকে পুঁজি করে বর্তমান বিশ্বে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুকরণ চলছে তার স্বরূপ উন্মোচন করে ব্র্যান্ড'।

**রুহুল তাপস, প্রশান্ত অধিকারী**

## এ সপ্তাহের ঢাকা

- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত আয়োজন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এ মাসের আয়োজনে দেখানো হবে

| তারিখ ও সময় | ছবির নাম |
|---|---|
| ৭ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা | আগুড়ে, রেথ অব গড |
| ৮ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা | হিরো |
| ১০ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা | আন্ডারগ্রাউন্ড |
| ১১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা | হোয়ার ঈগলস ডেয়ার |
| ১৪ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা | বারবারিয়ান ইনভেনশন |

- **বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস :** বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে ৬ জুলাই সকাল ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে ড. নওয়াজেশ আহমেদের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী। 'কোয়েস্ট অব হারমোনি' শিরোনামের এ প্রদর্শনী চলবে ২০ জুলাই পর্যন্ত দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে স্থান পাবে আলোকচিত্রী শিল্পীর সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু শিল্পকর্ম।
- **মহিলা সমিতি :** ৬ জুলাই সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে মঞ্চায়ন হবে লোক নাট্যদলের নাটক 'সিদ্ধিদাতা'। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক অবলম্বনে নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন লিয়াকত আলী লাকী।
- **বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট :** বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট আয়োজন করতে যাচ্ছে দু'মাসব্যাপী 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স।' এ কোর্সে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাস, নির্মাণ প্রতিক্রিয়া, চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, চলচ্চিত্রের ভাষা, শিল্প নির্দেশনা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন। কোর্স পরিচালনা করবেন চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল। ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সটি সপ্তাহে চারদিন করে প্রতিদিন চারটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে ভর্তি ফর্মের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ৬৪/সি গ্রিন রোডে যোগাযোগ করতে হবে। মোবাইল ০১৭১০৭১৫৫০, ০১৭১৮৯৭৪৮৮, ০১৭১৯৪০১৬৩।

# বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মাননা প্রদান

২৯ জুন বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক মীজানুর রহমানকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এক বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খান সারওয়ার মুরশিদ। মোহাম্মদী গ্রুপের সৌজন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব আয়োজনে এক বছর ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মীজানুর রহমানের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনায় অংশ নেন কবি শামসুর রাহমান, হায়াৎ মামুদ, বরিউল হুসাইন, সেলিনা হোসেনসহ আরো অনেকে। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে কবি শামসুর রাহমান বলেন, 'মীজানুর রহমান আমাদের দেশে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকদের এক আদর্শ হয়ে রইলেন। জীবনের সব প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করে একটি পত্রিকার সম্পাদনায় নিমগ্ন থাকবার এ ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মকে উৎসাহী করবে।' আয়োজকদের পক্ষে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মীজানুর রহমানকে সম্মানা পত্র ও ক্রেস্ট তুলে দিয়ে বলেন, 'তাকে সম্মান করতে পেরে আমরা সম্মানিত। চারপাশে সবাই সবাইকে ঈর্ষা করে অথচ সাহিত্য পত্রিকার একজন সম্পাদক হিসেবে আমি আরেকটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদককে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে পেরে আনন্দিত। চারদিকের হতাশা আর অন্ধকারের ধুলিঝড়ের কারণে বহু ভালো কাজ, বহু বড় কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এসব কাজকে ওপরে তুলে ধরতে থাকলে জাতি হিসেবে আমরা উপকৃত হব।' অনুষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় কবিতার পরিষদ, উন্নয়ন সমুন্নয়, নাটক পত্রিকা থিয়েটার ওয়ালা, লিটল ম্যাগ লোক, শালুক, পথিক এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় মীজানুর রহমানকে।